রোহিতভাই জীবনলাল প্যাটেল

বনাম

গুজরাট রাজ্য ও আরেকজন

(২০১৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং.৫০৮)

১৫ই মার্চ, ২০১৯

[অভয় মনোহর সাপ্রে এবং দীনেশ মহেশ্বরী, বিচারপতিদ্বয়]

পরিশোধযোগ্য দলিল আইন, ১৮৮১ – ধারা ১১৮, ১৩৮ এবং ১৩৯ – ধারা ১১৮ ও ১৩৯ এর অধীনে অনুমান – অভিযুক্ত আপীলকারীর দ্বারা অভিযোগকারী প্রতিবাদী নং ২ এর অনুকূলে প্রতিটি ৩ লক্ষ টাকার ৭টি চেক প্রদান করা হয়েছিল – চেকগুলি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল – বিচারিক আদালত প্রতিবাদী নং ২ কর্তৃক দায়ের করা ৭টি অভিযোগ মামলা খারিজ করে দেয় – হাইকোর্ট উক্ত আদেশগুলি বাতিল করে দেয় এবং ধারা ১৩৮ এর অধীনে অপরাধের জন্য আপীলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করে – আপীলে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল: আপীলকারী প্রশ্নে থাকা চেকগুলিতে তার স্বাক্ষর অস্বীকার করতে পারেনি – উক্ত চেকগুলি তাদের বৈধতার সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে উপস্থাপন করা হয়েছিল এবং অপর্যাপ্ত তহবিল বা অ্যাকাউন্ট বন্ধ থাকার কারণে ফেরত দেওয়া হয়েছিল – ধারা ১৩৮ এর সমস্ত মৌলিক উপাদান এবং ধারা ১১৮ এবং ১৩৯ এর উপাদানগুলি রেকর্ডের মুখে স্পষ্ট ছিল – বিচারিক আদালত এই বিষয়গুলি বিবেচনায় নিয়েছিল এবং প্রয়োজনীয় অনুমান তৈরি করেছিল – অতএব, অনুমান করা প্রয়োজন ছিল যে প্রশ্নে থাকা চেকগুলি বিবেচনার জন্য তৈরি করা হয়েছিল এবং চেকের ধারক অর্থাৎ প্রতিবাদী নং ২ বিদ্যমান ঋণ পরিশোধের জন্য সেগুলি পেয়েছিলেন – তাই, এই অনুমান খণ্ডন করার জন্য আপীলকারীর উপর দায়িত্ব বর্তায় – যাইহোক, ধারা ১৩৯ এর অধীনে অনুমান তৈরি করার ভান করার পরেও, বিচারিক আদালত অভিযোগকারী প্রতিবাদী নং ২ এর পক্ষ থেকে আপীলকারীকে ঋণ দেওয়ার জন্য তহবিলের উৎস এবং আপীলকারীকে ঋণ দেওয়ার জন্য তাকে অর্থ প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট সাক্ষীদের পরীক্ষা না করার অভাব নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করে – বিচারিক আদালতের এই দৃষ্টিভঙ্গি আইনের অনুমানের নীতির সাথে ভিন্ন ছিল – আপীলকারী এমন উপাদান রেকর্ডে আনার তার দায়িত্ব পালন করতে পারেনি যা তার পক্ষে সম্ভাবনার প্রাধান্যকে পরিবর্তন করতে পারে – বিচারিক আদালতের সিদ্ধান্ত বিকৃতি এবং পদ্ধতির মৌলিক ত্রুটিতে ভুগছিল – বিচারিক আদালতের রায় বাতিল করার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট যথার্থ ছিল – আর্থিক শর্তের ক্ষেত্রে শাস্তি হস্তক্ষেপ করা হয়নি, তবে কারাদণ্ডের মেয়াদ সংশোধন করা হয়েছে – প্রতিটি ৭টি মামলায়, আপীলকারী প্রতিটি চেকের দ্বিগুণ পরিমাণ জরিমানা (অর্থাৎ ৬ লক্ষ টাকা) প্রদান করবে – জরিমানা প্রদানে ব্যর্থ হলে, আপীলকারীকে এক বছরের জন্য সাধারণ কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে – জরিমানার পরিমাণ আদায় হলে, প্রতিবাদী নং ২ প্রতিটি মামলায় ৫.৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন – জরিমানা পরিশোধে ব্যর্থতার কারণে কারাদণ্ড হলে, ৭টি মামলার সমস্ত কারাদণ্ড একই সাথে চলবে।

আংশিকভাবে আপিলের অনুমতি দিয়ে, আদালতের সিদ্ধান্ত ঃ

১.১ সাধারণভাবে, আপিল আদালত খালাসের রায়কে বিচলিত করবে না, যদি ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়টির সম্ভাব্য মতামতগুলির মধ্যে একটি হয় এবং যদি আপিল আদালত একটি স্পষ্ট সিদ্ধান্তে না পৌঁছায় যে ট্রায়াল কোর্টের রায়টি বিকৃত, অর্থাৎ, রেকর্ডে থাকা প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয় বা যা স্বাভাবিক বা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করা হয় তার বিপরীতে নয়; বা আইনে সম্পূর্ণ অস্থিতিশীল। এই জাতীয় সাধারণ বিধিনিষেধগুলি মূলত আপিল আদালতকে মনে করিয়ে দেয় যে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোনও অভিযুক্তকে নির্দোষ বলে মনে করা হয় এবং খালাসের রায় অভিযুক্তের পক্ষে এই ধরনের অনুমানকে আরও শক্তিশালী করে। যাইহোক, এই ধরনের বিধিনিষেধগুলি আপিল আদালতের সামনে নির্দিষ্ট বিষয় এবং তার তদন্তের প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে কল্পনা করা প্রয়োজন। নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্ট, ১৮৮১-এর ১৩৮ ধারার অধীনে অপরাধ সম্পর্কিত কোনও বিষয়ে একই কঠোরতার সাথে একই নিয়ম প্রয়োগ করা যাবে না, বিশেষত যেখানে অনুমান করা হয় যে ধারক কোনও ঋণ বা দায় পুরোপুরি বা আংশিকভাবে পরিশোধের জন্য চেক পেয়েছেন। অবশ্যই, অভিযুক্তের এই ধরনের অনুমানকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য প্রাসঙ্গিক উপাদানগুলি নথিভুক্ত করার অধিকার রয়েছে এবং এটি দেখানোর অধিকার রয়েছে যে সম্ভাবনার প্রাচুর্য তার প্রতিরক্ষার পক্ষে রয়েছে তবে অভিযুক্ত কোনও সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা নিয়ে এসেছে কিনা তা পরীক্ষা করার সময় যাতে অনুমানটি প্রত্যাখ্যান করা যায়, আপিল আদালত অবশ্যই নথিতে থাকা প্রমাণগুলি পরীক্ষা করার অধিকারী যাতে খুঁজে বের করা যায় যে প্রাচুর্য প্রকৃতপক্ষে অভিযুক্তের পক্ষে ঝুঁকছে কিনা। [অনুচ্ছেদ ১১.১] [৪৩২-বি-এফ]

১.২ অভিযোগকারীর নামে অভিযুক্তের রক্ষিত একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৩ লক্ষ টাকার চেকে স্বাক্ষর করার বিষয়টি আপিলকারী অস্বীকার করতে পারেননি। উক্ত চেকগুলি তাদের বৈধতার সময়কালের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছিল এবং হয় পর্যাপ্ত ব্যালেন্স না থাকার কারণে অথবা অ্যাকাউন্টটি বন্ধ করে দেওয়ার কারণে পরিশোধ না করে ফেরত পাঠানো হয়েছিল।

১৩৮ ধারার পাশাপাশি ১১৮ ও ১৩৯ এনআই আইনের সমস্ত মৌলিক উপাদান নথির সামনে স্পষ্ট। ট্রায়াল কোর্টও সচেতনভাবে এই তথ্যগুলি নোট করেছিল এবং প্রয়োজনীয় অনুমান করেছিল। অতএব, এটি অনুমান করা প্রয়োজন যে প্রশ্নযুক্ত চেকগুলি বিবেচনার জন্য নেওয়া হয়েছিল এবং চেকের ধারক অর্থাৎ, অভিযোগকারী বিদ্যমান ঋণ পরিশোধের সময় তা পেয়েছিলেন। অতএব, সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদনকারীর উপর দায়িত্ব স্থানান্তরিত হয় যাতে এই ধরনের অনুমান প্রত্যাখ্যান করা যায়। সম্ভাবনার প্রাচুর্য সম্পর্কিত দিকগুলিতে, অভিযুক্তকে এমন তথ্য এবং এমন পরিস্থিতি নথিভুক্ত করতে হবে যা আদালতকে এই সিদ্ধান্তে নিয়ে যেতে পারে যে হয় বিবেচনার অস্তিত্ব ছিল না বা এর অস্তিত্ব না থাকার সম্ভাবনা এতটাই ছিল যে মামলার পরিস্থিতিতে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি এই আবেদনের ভিত্তিতে কাজ করবেন যে বিবেচনার অস্তিত্ব ছিল না। যদিও যথেষ্ট নেতিবাচক প্রমাণ নাও থাকতে পারে যা অভিযুক্ত তার বোঝা বহন করার জন্য নথিভুক্ত করতে পারে, তবুও নিছক অস্বীকার এনআই আইনের ১১৮ এবং ১৩৯ ধারার অধীনে প্রত্যাখ্যানের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবে না। [অনুচ্ছেদ ১৪,১৬] [৪৩৪-ডি-এফ; ৪৩৫-এইচ; ৪৩৬-এ-বি]

১.৩ এই মামলায়, এনআই আইনের ১৩৯ ধারার অধীনে অনুমান করার পরেও, ট্রায়াল কোর্ট অভিযুক্তকে অগ্রিম ঋণ দেওয়ার জন্য তহবিলের উৎস সম্পর্কে অভিযোগকারীর পক্ষ থেকে প্রমাণের অভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল এবং প্রাসঙ্গিক সাক্ষীদের পরীক্ষা করার প্রয়োজন ছিল যারা অভিযুক্তকে অগ্রিম দেওয়ার জন্য তাকে অর্থ দিয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল। ট্রায়াল কোর্টের এই দৃষ্টিভঙ্গি আইনের অনুমানের নীতির সাথে বৈপরীত্যপূর্ণ ছিল। এই ধরনের অনুমানের পর, দায় অভিযুক্তের দিকে চলে যায় এবং অভিযুক্ত যদি তার পক্ষে ঝুঁকে থাকা সম্ভাবনার প্রাচুর্য প্রমাণ করার মতো তথ্য ও পরিস্থিতি নথিভুক্ত করে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি না দেয়, তবে আবেদনকারীর কাছে ঋণ অগ্রিম দেওয়ার জন্য তহবিলের উৎস সম্পর্কে প্রমাণের অভাবে অভিযোগকারীর মামলার বিষয়ে কোনও সন্দেহ উত্থাপিত হতে পারে না। বিবেচনার জন্য প্রাসঙ্গিক দিকটি ছিল যে আবেদনকারী এমন তথ্য/উপাদান/পরিস্থিতি নথিভুক্ত করেছেন কিনা যা যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভাব্য প্রতিরক্ষার হতে পারে। তার দায়মুক্তির জন্য, অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রস্তাব পেশ করেন যে, প্রকৃতপক্ষে, তিনি অভিযোগকারীর সাথে নয়, বরং শ্রী 'জে'-এর সাথে আর্থিক লেনদেন করেছিলেন।

জেরায় কিছু পরামর্শ দেওয়া ছাড়াও, আপিলকারী এমন কোনও দালিলিক প্রমাণ পেশ করেননি যা প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত করে যে শ্রী 'জে'-এর সাথে তার কোনও আর্থিক লেনদেন হয়েছে। স্ট্যাম্প পেপারে লেখার বিবরণ এবং লেনদেনের তারিখ ও সময় সম্পর্কে শ্রী 'জে'-কে বিভিন্ন দিক থেকে জেরা করা হয়েছিল। 'জে'-এর বিবৃতি আপিলকারীর পক্ষে কোনও যুক্তি প্রমাণ করে না। [অনুচ্ছেদ ১৭,১৮,১৮.৩ ও ১৮.৪] [৪৩৭-ডি-এইচ; ৪৩৮-জি; ৪৩৯-জি-এইচ]

১.৪ আপীলকারী উক্ত লেখায় তাঁর স্বাক্ষর অস্বীকার করতে পারেননি কিন্তু পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন যে ফাঁকা স্ট্যাম্প পেপারে শ্রী 'জে' সহ তাঁর স্বাক্ষর উপলব্ধ ছিল। এই পরামর্শটি খুব দূরবর্তী এবং গ্রহণ করা খুব অনিশ্চিত। আবেদনকারীর ফাঁকা স্ট্যাম্প পেপারে স্বাক্ষর করার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। এটিও অনস্বীকার্য যে চেক নম্বর, ব্যাঙ্কের নাম এবং অ্যাকাউন্ট নম্বরের মতো সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিবরণ সহ সেখানে উল্লিখিত চেকগুলি একই চেকের যা এই অভিযোগের মামলাগুলির বিষয় গঠন করে। উক্ত নথিতে তারিখ ২১.০৩.২০০৭ রয়েছে এবং চেকগুলি পোস্ট-ডেট করা ছিল, যা ০১.০৪.২০০৮ থেকে শুরু হয়ে ০১.১২.২০০৮ এ শেষ হয়। এটি বিবেচনা থেকে বাতিল করার কোনও কারণ নেই। [অনুচ্ছেদ ১৮.৬] [৪৪০-ই-এফ]

১.৫. বর্তমান মামলাটি স্পষ্টতই এমন একটি মামলা ছিল যেখানে ট্রায়াল কোর্টের সিদ্ধান্তটি বিকৃতি এবং পদ্ধতির মৌলিক ত্রুটির শিকার হয়েছিল; এবং হাইকোর্ট ট্রায়াল কোর্টের রায়কে বিপরীত করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল। ট্রায়াল কোর্টের পর্যবেক্ষণ যে ঋণ অগ্রিম দেওয়ার জন্য উত্তরদাতার কাছে তহবিলের উৎস দেখানোর জন্য কোনও ডকুমেন্টারি প্রমাণ ছিল না, বা উত্তরদাতা এমনকি কাঁচা নোট প্রাপ্তির আকারে লেনদেনটি রেকর্ড করেননি, বা অভিযোগকারী এবং তার সাক্ষীর বিবৃতিতে অসঙ্গতি ছিল, বা অভিযোগের সাক্ষী আরও বেশি তথ্য সম্পর্কে জানতেন। যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে তার মামলা প্রমাণ করার জন্য অভিযোগের উপর দায়িত্বের প্রসঙ্গে বিষয়টি পরীক্ষা করা হলে প্রাসঙ্গিক হত। এই বিবেচনা এবং পর্যবেক্ষণগুলি এনআই আইনের ধারা ১১৮ এবং ১৩৯ অনুসারে অভিযোগকারীর পক্ষে বিদ্যমান অনুমানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এই ধরণের অনুমানের ফলাফল হল অভিযোগকারীর পক্ষে আইনত বলবৎযোগ্য ঋণের অস্তিত্ব ধরে নেওয়া হয়।

যখন এই ধরণের অনুমান করা হয়, তখন অভিযুক্ত ব্যক্তি অনুমান খণ্ডন করতে সক্ষম হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করার সময় প্রাপ্তি বা হিসাব আকারে দালিলিক প্রমাণের অভাব বা তহবিলের উৎস সম্পর্কিত প্রমাণের অভাব সম্পর্কিত বিষয়গুলি প্রাসঙ্গিক বিবেচনার বিষয় ছিল না। অভিযোগকারী এবং সাক্ষীর বিবৃতিতে কোনও পার্থক্য; অথবা চেকের তারিখ এবং অন্যান্য বিবরণ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব; অথবা অভিযোগকারীর অফিস ৮ম তলায় থাকা অবস্থায় বৃষ্টিতে পূর্ববর্তী চেকগুলি ধুয়ে ফেলার বিষয়ে অন্যান্য পর্যবেক্ষণগুলিও আপিলকারীর সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা বিবেচনার জন্য অপ্রাসঙ্গিক কারণ ছিল। একইভাবে, অভিযোগকারী যে ঋণের পরিমাণ ২২,৫০,০০০/- টাকা এবং সাতটি চেক ৩,০০,০০০/- টাকার বলে দাবি করেছিলেন যার ফলে প্রতিটি ১,৫০,০০০/- টাকা ঘাটতি হয়েছিল, তা বিষয়টির সাথে জড়িত প্রকৃত প্রশ্নগুলি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বিবেচনার যোগ্যও নয়। উল্লেখযোগ্যভাবে, আপিলকারী কর্তৃক ২১.০৩.২০১৭ তারিখের উপরোক্ত স্বীকৃতিতে ঋণের নির্দিষ্ট পরিমাণ (২২,৫০,০০০/- টাকা) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। ট্রায়াল কোর্ট মনে হচ্ছে একটি ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে এগিয়ে গেছে যে কেবল অস্বীকার বা সন্দেহ সৃষ্টির মাধ্যমে, আপিলকারী এনআই আইনের ধারা ১৩৯ অনুসারে কল্পনা করা অনুমানকে সফলভাবে খণ্ডন করেছেন। এনআই আইনের পরিকল্পনায়, কেবল সন্দেহ সৃষ্টি যথেষ্ট নয়। হাইকোর্ট বিবেকবান এবং সাবধানতার সাথে ট্রায়াল কোর্টের মতামত বিবেচনা করেছে এবং সামগ্রিকভাবে রেকর্ডে থাকা প্রমাণ পরীক্ষা করার পরে, দেখেছে যে ট্রায়াল কোর্টের সিদ্ধান্তগুলি বিকৃততার দ্বারা দূষিত। অতএব, হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ অনিবার্য ছিল; বরং বিষয়টির ন্যায্য এবং সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য এটি করা উচিত ছিল। [অনুচ্ছেদ ১৯-২১] [৪৪১-ডি-এইচ; ৪৪২-এ-ডি, এফ]

১.৬ এনআই আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করার হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করা হয়েছে। এই মামলার পরিস্থিতি এবং নিয়ন্ত্রক প্রকৃতির অপরাধের সামগ্রিকতার পরিপ্রেক্ষিতে, আর্থিক শর্তাবলীর ক্ষেত্রে শাস্তির কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই তবে তারপরে, কারাদণ্ডের সাজা পরিবর্তন করা উচিত।

আহমেদাবাদে গুজরাট হাইকোর্ট কর্তৃক আর/ফৌজদারি আপিল নং ১১৯১/২০১৭ থেকে ১১৯৬/২০১৭ এর সাথে সম্পর্কিত আর/ফৌজদারি আপিল নং ১১৮৭/২০১৭-এ ০৮.০১.২০১৮ তারিখের সাধারণ রায় এবং আদেশ, অভিযোগকারী প্রতিবেদক নং ২-এর পক্ষে ৩ লক্ষ টাকার ৭টি চেক অমান্য করার জন্য ১৮৮১ সালের এনআই আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য আপিলকারীর দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বহাল রয়েছে; তবে, সাজাটি এমনভাবে সংশোধিত হয়েছে যে এই ৭টি মামলার প্রতিটিতে, আপিলকারীকে আজ থেকে ২ মাসের মধ্যে প্রতিটি চেকের দ্বিগুণ পরিমাণ (অর্থাৎ, প্রতিটি ক্ষেত্রে ৬ লক্ষ টাকা) জরিমানা দিতে হবে এবং শর্ত থাকবে যে জরিমানা পরিশোধে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, আপিলকারীকে এক বছরের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। জরিমানার পরিমাণ আদায়ের পর, অভিযোগকারী-প্রতিবাদী নং ২ কে প্রতিটি মামলায় ৫.৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। জরিমানা পরিশোধে ব্যর্থতার জন্য কারাদণ্ডের ক্ষেত্রে, ৭টি মামলার সকল সাজা একসাথে চলবে। [অনুচ্ছেদ ২২,২৩.১ এবং ২৪] [৪৪২-জি; ৪৪৩-এ-বি, ডি-জি]

রাঙ্গাপ্পা বনাম শ্রী মোহন (২০১০) ১১ এস. সি. সি ৪৪১: [২০১০] ৬ এস. সি. আর ৫০৭-এর উপর নির্ভরশীল।

অরুলভেলু এবং আরেকজন বনাম রাজ্য প্রতিনিধিত্বতে রাষ্ট্র পক্ষ এবং আরেকজন (২০০৯) ১০ এস. সি. সি ২০৬: [২০০৯] ১৪ এস. সি. আর ১০৮১; এম. এস. নারায়ণ মেনন আলিয়াস মণি বনাম কেরালা রাজ্য এবং আরেকজন (২০০৬) ৬ এস. সি. সি ৩৯: [২০০৬] ৩ সম্পূরক. এস. সি. আর ১২৪; কুমার এক্সপোর্টস বনাম শর্মা কার্পেটস (২০০৯) ২ এস. সি. সি ৫১৯: [২০০৮] ১৭ এস. সি. আর ৫৭২-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

[২০০৯] ১৪ এস. সি. আর ১০৮১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৮
[২০০৬] ৩ সম্পূরক. এস. সি. আর ১২৪	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৮
[২০০৮] ১৭ এস. সি. আর ৫৭২	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৮
[২০১০] ৬ এস. সি. আর ৫০৭	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ১৫

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং.৫০৮।

২০১৭ সালের ১১৯১ নম্বর ফৌজদারি আপিল সহ ২০১৭ সালের ১১৮৭ নম্বর ফৌজদারি আপিল (খালাসের বিরুদ্ধে)-এ গুজরাট হাইকোর্টের ২০১৭ সালের ১১৯৬ নম্বর ফৌজদারি আপিলের রায় ও আদেশ থেকে।

হুজেফা আহমাদি, প্রবীণ আইনজীবী, প্রদ্যুম্ন গোহিল, শ্রীমতী তরুনা সিং. গোহিল, হিমাংশু চৌবে, সুশ্রী তানভি ভাটনগর, আপিলকারীর আইনজীবীগণ।

অভিরাজ আর ত্রিবেদী, শশাঙ্ক বাজপেয়ী, সুশ্রী শাকুর সুধা শুক্লা, সুশ্রী রিচা পান্ডে, অমিত দুবে, প্রকাশ কুমার সিং, সুশ্রী হেমন্তিকা ওয়াহি, সুশ্রী জেসল ওয়াহি, সুশ্রী পূজা সিং, সুশ্রী পারুল লুথরা, উত্তরদাতাদের পক্ষে আইনজীবীগণ।

দিনেশ মহেশ্বরী, বিচারপতি 'আদালতের রায় প্রদান করেছেন।

১. অনুমতি মঞ্জুর করেছেন।

২. এই আপীলটি ২০১৮ সালের ৮ই জানুয়ারীর সাধারণ রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে করা হয়েছে, যা আর/অপরাধমূলক আপীল নং ১১৮৭/২০১৭ এর সাথে আর/অপরাধমূলক আপীল নং ১১৯১/২০১৭ থেকে ১১৯৬/২০১৭ এর সাথে যুক্ত, যেখানে আহমেদাবাদের গুজরাট হাইকোর্ট ২০১৮ সালের ৯ই জুন তারিখে ৮ম অতিরিক্ত সিনিয়র দেওয়ানী বিচারক এবং অতিরিক্ত মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট, ভাদোদরা কর্তৃক ৭টি অপরাধমূলক মামলায়[১] প্রদত্ত রায় ও আদেশগুলিকে বাতিল করেছে, যা ১৮৮১ সালের পরিশোধযোগ্য দলিল আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে অপরাধ সম্পর্কিত, যেখানে অভিযুক্ত আপীলকারী কর্তৃক অভিযোগকারী প্রতিবাদী নং ২ এর অনুকূলে প্রতিটি ৩ লক্ষ টাকার ৭টি চেক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। ২০১৮ সালের ৮ই জানুয়ারীর বিতর্কিত রায় ও আদেশে, হাইকোর্ট অভিযুক্ত আপীলকারীর খালাসকে অনুমোদন করেনি এবং তাকে পরিশোধযোগ্য দলিল আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে, তাকে ১ বছরের জন্য সাধারণ কারাদণ্ড এবং চেকের দ্বিগুণ পরিমাণ জরিমানা (অর্থাৎ ৬ লক্ষ টাকা) প্রদান করেছে, যা পরিশোধ না করলে প্রতিটি মামলায় আরও ১ বছরের কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে; এবং জরিমানার পরিমাণ থেকে, অভিযোগকারী প্রতিবাদী নং ২ কে প্রতিটি মামলায় ৫.৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

৩. সংক্ষেপে বলতে গেলে, উপরে উল্লেখিত ৭টি মামলার প্রতিটিতে অভিযোগকারী-প্রতিবাদী নং ২-এর অভিযোগ এবং বক্তব্যের সারমর্ম ছিল নিম্নরূপ: ভদোদরার আলকাপুরিতে উইন্ডোর প্লাজায় তার অফিস ছিল এবং একই এলাকার ন্যাশনাল প্লাজায় তার বন্ধু শ্রী জগদীশভাইয়ের দোকানে যেতেন; অভিযুক্ত-আপীলকারী, একজন ভোজ্য মশলা ব্যবসায়ী, শ্রী জগদীশভাইয়ের দোকানের কাছেই তার দোকান ছিল এবং সময়ের সাথে সাথে, অভিযুক্ত, অভিযোগকারী এবং উক্ত শ্রী জগদীশভাই ভালো বন্ধু হয়ে ওঠেন।

নং ৪৪৩৪৫/২০০৯, ৪৬৪৯৯/২০০৮, ৪৬২৫৪/২০০৮, ৪৮৪২০/২০০৮, ৪০৩২১/২০০৮, ৪৮৬৩১/২০০৮ এবং ৪৬৫০৩/২০০৮ যথাক্রমে।

অভিযোগকারী অভিযোগ করেন যে, এই ধরনের বন্ধুত্ব গড়ে তোলার পর, অভিযুক্ত তাঁর কাছ থেকে তাত্ক্ষণিক প্রয়োজনের জন্য ঋণ হিসাবে ১ লক্ষ টাকা দাবি করে এবং তিনি (অভিযোগকারী) তাঁর ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর কাছ থেকে টুকরো টুকরো টাকা সংগ্রহ করে অভিযুক্তকে স্বল্পমেয়াদে এই ঋণ বাড়িয়ে দেন। অভিযোগকারীর মতে, পুনরায় অর্থ প্রদানের জন্য নিয়মিত দাবি করার পরে, অভিযুক্ত তাঁকে কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক, অলকাপুরী শাখা, ভদোদরায় টানা বিভিন্ন তারিখের চেক দেয় এবং স্ট্যাম্প পেপারে পুনরায় অর্থ প্রদানের জন্য স্বীকৃতিও দেয়। অভিযোগকারী অভিযোগ করেন যে, সংগ্রহের জন্য ব্যাঙ্কে জমা দেওয়ার সময় অভিযুক্তের জারি করা চেকগুলি "খোলার ব্যালেন্স অপর্যাপ্ত" বা "অ্যাকাউন্ট বন্ধ" হওয়ার কারণে পরিশোধ না করেই ফেরত দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগকারী অভিযোগ করেন যে, অভিযুক্তের উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রতারণা। অভিযোগকারী উল্লেখ করেন যে, তিনি চেকের অসম্মান করার পরে অভিযুক্তকে নোটিশ দিয়েছিলেন কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করেননি। এটি লক্ষ্য করা গেছে যে কিছু ক্ষেত্রে অভিযুক্ত-আবেদনকারী অভিযোগ হিসাবে লেনদেন অস্বীকার করে তার উত্তর পাঠিয়েছিলেন।

৪. উপরোক্ত অভিযোগ ও দাবি সহ, অভিযোগকারী-উত্তরদাতা নং ২ অভিযুক্ত-আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ২০০৮ সালের জুন থেকে নভেম্বর মাসে উল্লিখিত ৭টি অভিযোগ মামলা দায়ের করেন। বিচারে, অভিযোগকারী পিডব্লিউ-১ এবং উক্ত শ্রী জগদীশভাইকে পিডব্লিউ-২ হিসাবে পরীক্ষা করেছিলেন। অভিযোগকারী প্রাসঙ্গিক ডকুমেন্টারি প্রমাণও উপস্থাপন করেছিলেন যার মধ্যে প্রশ্নযুক্ত চেক, ব্যাঙ্ক ফেরত মেমো এবং ইনটিমেশন চিঠি, দাবি বিজ্ঞপ্তি, আবেদনকারীর পাঠানো উত্তর এবং অভিযুক্তদের দ্বারা স্ট্যাম্প পেপারে লিখিত স্বীকৃতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। অভিযুক্তকে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩-এর ৩১৩ ধারার অধীনে পরীক্ষা করা হয়েছিল যেখানে তিনি দাবি করেছিলেন যে অভিযোগকারীর সাথে তাঁর কোনও অর্থ লেনদেন হয়নি; এবং অভিযোগকারীর পক্ষে কোনও চেক জারি করেননি বা কোনও আইনি ঋণের জন্য কোনও নোট লেখেননি। অভিযুক্ত-আবেদনকারী অবশ্য জোর দিয়ে বলেছিলেন যে বেশ কয়েক বছর আগে তিনি উক্ত শ্রী জগদীশভাইয়ের সাথে কিছু লেনদেন করেছিলেন এবং শ্রী জগদীশভাইয়ের কাছে থাকা চেক এবং ফাঁকা স্ট্যাম্প পেপার জালিয়াতি করে তাঁর কাছ থেকে বেআইনিভাবে অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য অপব্যবহার করা হয়েছে। অভিযুক্ত-আবেদনকারী অবশ্য কোনও প্রমাণ পেশ করেননি।

৫. পক্ষগুলির বক্তব্য শোনার পর, বিচার আদালত এই ৭টি মামলার প্রতিটিতে একই ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করে, যা নিম্নরূপ লক্ষ্য করা যায়[২]:

[২]এই উদ্ধৃতিটি ২০০৮ সালের ৪৬৪৯৯ নং ফৌজদারি মামলার বিচারিক আদালতের রায় থেকে নেওয়া।

রোহিতভাই জীবনলাল প্যাটেল বনাম গুজরাট রাজ্য ৪২৫

[দীনেশ মহেশ্বরী, বিচারপতি]

"১. অভিযোগকারী কি প্রমাণ করেন যে অভিযুক্ত তার পরিচালিত অ্যাকাউন্ট থেকে ৩,০০,০০০/- টাকার ৭৬৩৩৪৬ নম্বর চেকটি আইনি বকেয়া পরিমাণের জন্য ইস্যু ও হস্তান্তর করেছে, এবং অভিযোগকারীর ব্যাংকে উক্ত চেকটি নগদায়নের জন্য উপস্থাপন করার পর, ব্যাংক "আজকের উদ্বোধনী ব্যালেন্স অপর্যাপ্ত" এই মর্মে ফেরত দিয়েছে এবং এরপর অভিযোগকারী অভিযুক্তকে দাবি নোটিশ পাঠিয়েছে এবং উক্ত নোটিশ অভিযুক্তকে দেওয়া হয়েছে, তবুও অভিযুক্ত নির্ধারিত নোটিশ সময়ের মধ্যে চেকের পরিমাণ পরিশোধ করেনি এবং এর মাধ্যমে অভিযুক্ত পরিশোধযোগ্য দলিল আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে?

২. কী আদেশ?"

৬. রেকর্ড পরীক্ষা করার পর, বিচারিক আদালত দেখতে পায় যে অভিযুক্ত চেকগুলিতে তার স্বাক্ষর স্বীকার করেছে এবং রঙ্গাপ্পা বনাম শ্রী মোহন: (২০১০) ১১ এসসিসি ৪৪১ মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের রেফারেন্সে, পরিশোধযোগ্য দলিল আইনের ১৩৯ ধারা অনুসারে অনুমান তৈরি করেছে।

৬.১. যাইহোক, অনুমান তৈরি করার পর, বিচারিক আদালত অভিযুক্তের পক্ষে বেশ কয়েকটি কারণ খুঁজে পায় এবং পর্যবেক্ষণ করে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে: (ক) অভিযুক্তকে ঋণ দেওয়ার জন্য আয়ের উৎস দেখানোর জন্য কোনও ডকুমেন্টারি প্রমাণ ছিল না; (খ) অভিযোগকারী রসিদ, প্রমিসরি নোট বা এমনকি কাঁচা নোটের আকারে লেনদেন রেকর্ড করতে ব্যর্থ হয়েছে; (গ) অভিযোগকারীর সাক্ষী-শ্রী জগদীশভাইয়ের বিবৃতির তুলনায় অভিযোগকারীর বিবৃতি অস্পষ্ট এবং অনিশ্চিত ছিল; (ঘ) অভিযোগকারীর এই ধরনের চেকের তারিখ এবং অন্যান্য বিবরণ সম্পর্কে কোনও জ্ঞান ছিল না; (ঙ) অভিযোগকারীর সাক্ষীর অভিযোগকারীর চেয়ে ঘটনা সম্পর্কে বেশি জ্ঞান ছিল; (চ) অভিযোগকারী ২২,৫০,০০০/- টাকা ঋণ দিয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, কিন্তু এই মামলাগুলির ৭টি চেক প্রতিটি ৩,০০,০০০/- টাকার ছিল এবং অবশিষ্ট ১,৫০,০০০/- টাকা সম্পর্কে অভিযোগকারীর কাছ থেকে কোনও ব্যাখ্যা ছিল না; এবং (ছ) বৃষ্টির কারণে আগের চেকগুলি ধুয়ে যাওয়ার পরামর্শও সন্দেহজনক ছিল যখন অভিযোগকারীর অফিস উইন্ডর প্লাজার ৮ম তলায় ছিল।

৬.২ উপরে উল্লেখিত বিষয় এবং পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, বিচারিক আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে অভিযুক্ত সম্ভাবনার প্রয়োজনীয় মাত্রার খণ্ডন প্রমাণ আনতে সফল হয়েছে, এবং পর্যবেক্ষণ করে যে অভিযোগকারী যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের ঊর্ধ্বে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে ২২,৫০,০০০/- টাকার ঋণের অংশ পরিশোধের জন্য চেকগুলি ইস্যু করা হয়েছিল। তাই, একই রকম কিন্তু পৃথক রায় এবং ২০১৭ সালের ৯ই জুন আদেশের মাধ্যমে ৭টি অভিযোগ মামলা খারিজ করা হয়, যেখানে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করা হয়[৩]:-

"১৯. এই সমস্ত পরিস্থিতি অভিযোগকারীর (ভুল বানান) অভিযোগ সম্পর্কে সন্দেহ তৈরি করে এবং অভিযুক্ত প্রয়োজনীয় মাত্রা অর্থাৎ সম্ভাবনার প্রাধান্য পর্যন্ত খণ্ডনযোগ্য প্রমাণ রেকর্ডে এনেছে এবং সেই হিসাবে পরিশোধযোগ্য দলিল আইনের ৫, ৬, ৩২ এবং ১১৮ এবং ১৩৯ ধারা বিবেচনা করে অভিযোগকারী যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের ঊর্ধ্বে অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে পুনরুদ্ধারযোগ্য ঋণ/দায়িত্বের জন্য চেক ইস্যু করা হয়েছে।

২২. অতএব, উপরে আলোচিত আলোচনা অনুসারে অভিযোগকারী প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে ২২,৫০,০০০/- টাকার লেনদেনের অংশ পরিশোধের জন্য অভিযুক্ত বিতর্কিত চেক ইস্যু করেছে, তাই অভিযুক্ত খালাস পাওয়ার অধিকারী, যে পরিশোধযোগ্য দলিল আইনের ১১৮, ১১৯ (ভুল বানান) ধারার অধীনে অনুমান খণ্ডন করে এমন পরিস্থিতি রেকর্ডে এনেছে।"

৭. উপরে উল্লিখিত খালাসের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী গুজরাট হাইকোর্টে আপীল দায়ের করে, যা ২০১৮ সালের ৮ই জানুয়ারীর বিতর্কিত সাধারণ রায় ও আদেশের মাধ্যমে একসাথে বিবেচনা ও নিষ্পত্তি করা হয়েছে। হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করে যে পরিশোধযোগ্য দলিল আইনের ১১৮ এবং ১৩৯ ধারার অধীনে অনুমান তৈরি করা প্রয়োজন ছিল যে চেকগুলি বিবেচনার জন্য ইস্যু করা হয়েছিল এবং বিপরীত প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত এই অনুমান বৈধ থাকবে; যে অভিযোগকারী মৌখিক এবং ডকুমেন্টারি প্রমাণ সহ আইনিভাবে প্রয়োগযোগ্য ঋণ প্রমাণ করেছে, যার মধ্যে স্ট্যাম্প পেপারে অভিযুক্তের লিখিত স্বীকৃতিও রয়েছে, এবং অভিযুক্ত কর্তৃক অভিযোগকারীর উপস্থাপিত প্রমাণ খণ্ডন করার জন্য শুধুমাত্র অস্বীকার ছাড়া আর কিছুই রেকর্ডে আনা হয়নি।

[৩]আবার, উদ্ধৃতিটি ২০০৮ সালের ৪৬৪৯৯ নং ফৌজদারি মামলার বিচারিক আদালতের রায় থেকে নেওয়া।

৭. ১ হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে, যদি অ্যাকাউন্ট এবং আয়কর রিটার্নে 'সংশ্লিষ্ট লেনদেন' প্রতিফলিত না হয়, তা হলে করদাতার আইন অনুযায়ী করদাতার বা ঋণদাতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, কিন্তু অভিযোগকারী যদি ঋণের পরিমাণ দেখাতে সফল হন, তা হলে আইনত বলবৎযোগ্য ঋণের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যাবে না। হাইকোর্ট আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে, যখন অভিযুক্ত ব্যক্তি স্পষ্ট শর্তে তার দায় স্বীকার করেছে, তখন বৃষ্টির জলে চেকগুলি ধুয়ে ফেলার বিষয়টি কোনও গুরুত্ব বহন করে না। উচ্চ আদালত জানতে পেরেছে যে, অভিযুক্তের প্রতিরক্ষা আবেদন যে, তাঁর বন্ধু শ্রী জগদীশভাই হাত ঋণ হিসাবে এই অর্থ দিয়েছিলেন, তা অভিযোগকারীর পক্ষ থেকে সাক্ষী হিসাবে অভিযুক্ত শ্রী জগদীশভাইয়ের বক্তব্য দ্বারা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। উচ্চ আদালত, তাই, বিতর্কিত আদেশগুলি বাতিল করে দেয় এবং অভিযুক্ত-আবেদনকারীকে এনআই আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করার সময়, তাকে এখানে উল্লিখিত পদ্ধতিতে সাজা দেয়। উচ্চ আদালত, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, পর্যবেক্ষণ করেছে এবং নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

"২৪. এই পর্যায়ে, আপিলকারী কর্তৃক ঋণ দেওয়া তহবিলের উৎস সম্পর্কে বিবাদী নং ২-এর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীর জোরের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। রেকর্ডের বিস্তারিত পরীক্ষা, প্রধানের বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ এবং জেরা থেকে জানা গেছে যে, অভিযোগকারী ব্যবসা পরিচালনা করেন। তিনি হিসাবরক্ষণও করেন এবং 'আশীর্বাদ এন্টারপ্রাইজ' নামে তার নিজস্ব কারখানা রয়েছে এবং প্লাস্টিক তৈরি করে। উক্ত কারখানাটি জাম্বুসর-এ অবস্থিত। সাধারণত, যেকোনো বিচক্ষণ ব্যবসায়ী টাকা ধার দেওয়ার সময় চেকের মাধ্যমে লেনদেন করতে পছন্দ করেন, তবে প্রায়শই লক্ষ্য করা যায় যে ব্যবসায়ের নগদ লেনদেনের ফলে বিপুল পরিমাণ অর্থ নগদ হিসেবে পাওয়া যায়, যা কখনও কখনও হিসাবের বইতে নগদ অর্থ হিসেবে বা অন্যথায় বইতে উপলব্ধ পরিমাণ হিসেবে দেখানো হয়। ধরে নিচ্ছি যে ঋণের চেক লেনদেন অনুপস্থিত এবং আয়কর রিটার্নেও এই পরিমাণ প্রতিফলিত হয় না, তাহলে সর্বোচ্চ পর্যায়ে করদাতা বা ঋণদাতা আয়কর আইনের অধীনে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দায়ী থাকবে। তবে, অন্যথায়, যদি তিনি নিজের এবং তার বন্ধুর মৌখিক প্রমাণের মাধ্যমে, যার উপর বিবাদী নং ২ নির্ভর করে এবং বিবাদী নং ২-এর

স্বাক্ষরিত সাতটি চেক সহ পৃথকভাবে প্রদত্ত লিখিত প্রমাণের মাধ্যমে, এই পরিমাণ ঋণ দেখানোর ক্ষেত্রে সফল হন, তাহলে এই ধরনের স্পষ্ট পরিস্থিতিতে আইনত বলবৎযোগ্য ঋণের অস্তিত্ব অস্বীকার করার জন্য আদালতের কাছে কী সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে।

২৫. এই বিষয়টি বিবেচনা করে যে অভিযোগকারী তার হিসাবের বই বজায় রাখে, এবং প্রতিবাদী নং ২ শুধুমাত্র দুর্বল ভিত্তিতে অস্বীকার করেছে যে সে সাক্ষী জগদীশভাইয়ের সাথে লেনদেন করেছে অভিযোগকারীর সাথে নয়, তার উপর স্থানান্তরিত হওয়া দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। এটি লক্ষণীয় যে প্রতিবাদী নং ২ বিতর্কিত চেকগুলিতে তার স্বাক্ষর স্বীকার করেছে। কোনো সময়েই চেকটি নিয়ে বিতর্ক করা হয়নি..... একবার এই বিষয়টি স্বীকার করা হলে যে চেকের স্বাক্ষরটি প্রতিবাদী নং ২-অভিযুক্তের, পরিশোধযোগ্য দলিল আইনের ১৩৯ ধারা এই অনুমান বাধ্যতামূলক করবে যে চেকটি একটি আইনগতভাবে প্রয়োগযোগ্য ঋণ বা দায় সম্পর্কিত। অবশ্যই, এই অনুমানটি খণ্ডনযোগ্য প্রকৃতির এবং এর পরে একটি সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা উত্থাপন করার দায়িত্ব অভিযুক্তের উপর বর্তায়।

২৫.১ ঘটনাক্রম এবং এই আদালতের সামনে উপস্থাপিত উপাদান থেকে দেখা যায় যে অভিযুক্ত কর্তৃক উত্থাপিত প্রতিরক্ষা একেবারেই সম্ভাব্য নয়। প্রতিবাদী নং ২-অভিযুক্ত বলে যে অর্থ তার বন্ধু জগদীশভাইয়ের কাছ থেকে হাতে ধার হিসাবে দেওয়া হয়েছিল আপীলকারীর কাছ থেকে নয়, যা জগদীশভাইয়ের বক্তব্য দ্বারা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা প্রমাণিত হয়। দেখা যায় যে অভিযোগ দায়ের করার আগে যখন সমস্ত সাতটি চেকের ক্ষেত্রে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল, তখন সে চারটি নোটিশের উত্তর না দেওয়া বেছে নিয়েছে। তহবিল অপর্যাপ্ত হওয়ার কারণে বা অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়ার কারণে চেকগুলি আদায় করা যায়নি। এই সমস্ত পরিস্থিতি সম্মিলিতভাবে এই আদালতকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পরিচালিত করে যে আপীলকারী আইনগতভাবে প্রয়োগযোগ্য ঋণ প্রমাণ করতে সফল হয়েছে এবং প্রতিবাদী নং ২ কর্তৃক সংবিধিবদ্ধ অনুমান খণ্ডন করার জন্য কোনও সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা উত্থাপিত হয়নি।

২৫.২ পরিশোধযোগ্য দলিল আইনের ১৩৯ ধারার অধীনে পরিকল্পিত প্রাথমিক অনুমান, যখন অর্থ ধার দেওয়ার প্রমাণ এবং চেকগুলিতে স্বাক্ষর স্বীকার করা হয়, তখন আদালতের উচিত আপীলকারীর পক্ষে উত্থাপন করা।

২৮. যুক্তিসঙ্গতভাবে, যখন আপীলকারী শুধু তার নিজের সাক্ষ্য নয়, তার বন্ধু জগদীশভাইয়ের সাক্ষ্য এবং অন্যান্য সমসাময়িক রেকর্ড, বিশেষ করে প্রদর্শনী ২৪-এর নথি, যা এমন একটি লেখা যার মাধ্যমে প্রতিবাদী নং ২ স্পষ্টভাবে ২২.৫০ লক্ষ টাকার দায় স্বীকার করে, এর মাধ্যমে আইনগতভাবে প্রয়োগযোগ্য ঋণ প্রমাণ করেছে, তখন প্রতিবাদী নং ২-এর উপর দায়িত্ব স্থানান্তরিত হয়েছে। পরিশোধযোগ্য দলিল আইনের ১১৮ ধারার অধীনে আদালতের যে অনুমান তৈরি করা প্রয়োজন ছিল, তা আদালতকে অনুমান করতে বাধ্য করবে যে চেকটি বিবেচনার জন্য ইস্যু করা হয়েছে এবং বিপরীত প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত এই অনুমান বৈধ থাকবে। শুধুমাত্র অস্বীকার ছাড়া, আপীলকারী কর্তৃক উপস্থাপিত ইতিবাচক প্রমাণ খণ্ডন করার জন্য রেকর্ডে আর কিছুই পাওয়া যায়নি।

২৯. এই আদালতের মতে, বৃষ্টির জলে চেকগুলি ধুয়ে যেতে পারে না, এই সম্পূর্ণ যুক্তিটি গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে এবং বিবেচনার যোগ্য যুক্তি নয়, বিশেষ করে যখন প্রতিবাদী-অভিযুক্ত স্পষ্টভাবে অভিযোগকারীর কাছ থেকে ২২.৫০ লক্ষ টাকা গ্রহণ করার দায় স্বীকার করেছে এবং নির্দিষ্ট তারিখে সাতটি চেক ইস্যু করার কথাও ঘোষণা করেছে, যা এই আইনগতভাবে প্রয়োগযোগ্য ঋণ পরিশোধের জন্য। যদি পুরানো চেকগুলি ধুয়ে যাওয়ার আপাত কারণে নতুন চেক ইস্যু করার বিষয়ে পক্ষগুলির মধ্যে কোনও সমঝোতা হয়ে থাকে, তবে সেগুলি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়। এই আদালত এই বিষয়টি উপেক্ষা করতে পারে না যে পরিশোধযোগ্য দলিল আইনের ১৩৮ ধারা শুধুমাত্র লেনদেনে চেকগুলির গ্রহণযোগ্যতা দেওয়ার জন্য নয়, বরং এটি দেশের অর্থনৈতিক রক্তরেখা এবং সেই কারণে আইন প্রণেতারা পরিশোধযোগ্য দলিল আইনের ১১৮ এবং ১৩৯ ধারা প্রবর্তন করে প্রমাণের বিশেষ নিয়ম তৈরি করেছেন।

৩০. বিচারিক আদালত সাক্ষ্যমূল্য স্বীকৃতি দেওয়ার দায়িত্ব পালন না করে এবং মূল অভিযোগকারীর পক্ষে বিদ্যমান আইনত বলবৎযোগ্য ঋণের যুক্তিসঙ্গত প্রমাণের দিকে পরিচালিত ইতিবাচক প্রমাণের মূল্যায়ন না করে একটি গুরুতর ভুল করেছে।”

৮. হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে, অভিযুক্ত-আপীলকারীর পক্ষে শিক্ষিত আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে বিতর্কিত রায়টি আরুলভেলু এবং অন্য একজন বনাম রাষ্ট্র, জনসাধারণের প্রসিকিউটর এবং অন্য একজনের প্রতিনিধিত্বকারী মামলায় (২০০৯) ১০ এসসিসি ২০৬-এ নির্ধারিত নীতিগুলির পরিপন্থী, বিশেষ করে যখন হাইকোর্ট বিচারিক আদালতের বিবেচিত রায় এবং আদেশগুলিকে কোনও বিকৃতি নির্দেশ না করে বাতিল করেছে। শিক্ষিত আইনজীবী এম.এস. নারায়ণ মেনন ওরফে মণি বনাম কেরালা রাজ্য এবং অন্য একজন (২০০৬) ৬ এসসিসি ৩৯ এবং কুমার এক্সপোর্টস বনাম শর্মা কার্পেটস (২০০৯) ২ এসসিসি ৫১৯ মামলার সিদ্ধান্তের উল্লেখ করে যুক্তি দিয়েছেন যে হাইকোর্ট আইনের স্থির নীতিটি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে অভিযুক্তকে কেবল এনআই আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে অভিযোগ থেকে খালাস পেতে একটি সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা দেখাতে হবে। শিক্ষিত আইনজীবী অভিযুক্ত-আপীলকারীকে খালাস দেওয়ার জন্য বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কারণগুলি উল্লেখ করেছেন এবং যুক্তি দিয়েছেন যে অভিযোগকারী এবং সাক্ষীর দ্বারা পরস্পরবিরোধী বিবৃতি দেওয়া হয়েছে; অভিযোগকারী কর্তৃক কোনও ঋণ প্রদানের জন্য তহবিলের উৎস প্রমাণ করার জন্য কোনও স্পষ্ট এবং দৃঢ় প্রমাণ রেকর্ডে আনা হয়নি; স্বীকারোক্তি অনুসারে, অভিযোগকারীর কাছে ২২,৫০,০০০/- টাকা ছিল না এবং তা তার বন্ধু এবং আত্মীয়দের মাধ্যমে ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিন্তু তিনি সেই বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত বিবৃতি দিয়েছেন এবং এই ধরনের কোনও আত্মীয় বা বন্ধুকে সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করা হয়নি; অভিযোগকারীর সাক্ষীর লেনদেন সম্পর্কে অভিযোগকারীর চেয়ে বেশি জ্ঞান ছিল; অভিযোগকারীর লেনদেনের অর্থপ্রদান, তহবিল এবং সময়কাল সম্পর্কে কোনও জ্ঞান নেই বলে মনে হয়েছে; এবং ২১,০০,০০০/- টাকার কিস্তি (চেক) এর মোট যোগফল হলে অভিযোগকারী কীভাবে ২২,৫০,০০০/- টাকা ঋণ হিসাবে দাবি করছেন সে সম্পর্কে কোনও ব্যাখ্যা নেই। শিক্ষিত আইনজীবী আরও যুক্তি দিয়েছেন যে অভিযোগকারী ২১.০৩.২০০৭ তারিখের স্ট্যাম্প পেপারের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছেন কিন্তু তারপর, স্বীকারোক্তি অনুসারে, অভিযোগকারী উক্ত স্ট্যাম্প পেপারে স্বাক্ষর করেননি; এবং এই নথিটি, কোথাও নোটারি বা নিবন্ধিত নয় এবং কেবল আপীলকারী এবং শ্রী জগদীশভাইয়ের স্বাক্ষর বহন করে, অভিযোগকারীর মামলার জন্য কোনও প্রমাণমূলক মূল্য নয়। শিক্ষিত আইনজীবীর মতে, অভিযুক্ত-আপীলকারী তার সৎ প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠা করেছেন যে অতীতে তার শ্রী জগদীশভাইয়ের সাথে আর্থিক লেনদেন ছিল; তিনি শ্রী জগদীশভাইকে ৭টি ফাঁকা চেক দিয়েছেন এবং এই ধরনের লেনদেনের বিরুদ্ধে জামানত হিসাবে একটি স্ট্যাম্প পেপারে স্বাক্ষর করেছেন; এবং এই ধরনের চেকগুলি

এবং স্ট্যাম্প পেপারটি অভিযোগকারী দ্বারা অপব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়েছিল। শিক্ষিত আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে প্রদত্ত পরিস্থিতিতে, এনআই আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে অপরাধ থেকে অভিযুক্ত-আপীলকারীকে খালাস দেওয়ার জন্য বিচারিক আদালতের রায় এবং আদেশ পুনরুদ্ধার করা উচিত এবং ২০১৮ সালের ৮ই জানুয়ারীর বিতর্কিত রায় এবং আদেশ বাতিল করা উচিত। শিক্ষিত আইনজীবী বিকল্পভাবে আরও জমা দেবেন যে যাই হোক না কেন, এই মামলায় প্রদত্ত শাস্তি অনেক বেশি এবং কমানো উচিত।

৯. বিপরীতে, অভিযোগকারী-প্রতিবাদী নং ২-এর শিক্ষিত আইনজীবী যথাযথভাবে বিতর্কিত রায়কে সমর্থন করেছেন এবং জমা দিয়েছেন যে অভিযুক্ত-আপীলকারী শুধুমাত্র একটি অস্পষ্ট এবং অনিশ্চিত প্রতিরক্ষা পেশ করেছেন যার কোনও ভিত্তি বা সমর্থন নেই এবং রেকর্ডের উপাদান থেকে মিথ্যা প্রমাণিত হয়। শিক্ষিত আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে শুধুমাত্র ১৩৯ এনআই আইনের অধীনে অনুমান খণ্ডন করা হয়নি, প্রকৃতপক্ষে, অভিযোগকারীর মামলা স্ট্যাম্প পেপারে অভিযুক্ত-আপীলকারীর দ্বারা বর্ণিত দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃতি এবং অঙ্গীকারের পরিপ্রেক্ষিতে শক্তিশালী হয়; এবং প্রদত্ত পরিস্থিতিতে, হাইকোর্ট তাকে এনআই আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য সঠিকভাবে দোষী সাব্যস্ত করেছে।

১০. প্রতিদ্বন্দ্বী জমাগুলির প্রতি উদ্বিগ্ন বিবেচনা করে এবং রেকর্ড পরীক্ষা করে, আমরা স্পষ্টভাবে এই মতের যে এনআই আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য অভিযুক্ত-আপীলকারীর দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়ে, ২০১৮ সালের ৮ই জানুয়ারীর বিতর্কিত রায় এবং আদেশ কোনও হস্তক্ষেপের দাবি করে না, তবে এই মামলার ঘটনা এবং পরিস্থিতিতে, হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তি সংশোধন করা উচিত।

১১. অভিযুক্ত-আপীলকারীর শিক্ষিত আইনজীবী অনুসারে, বিতর্কিত রায়টি আরুলভেলু (উপরে) মামলায় এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত নীতিগুলির পরিপন্থী কারণ হাইকোর্ট কোনও বিকৃতি নির্দেশ না করে বিচারিক আদালতের রায় বাতিল করেছে। আরুলভেলু (উপরে) এর উক্ত মামলাটি ৩০৪-বি এবং ৪৯৮-এ আইপিসি ধারার অধীনে অপরাধ সম্পর্কিত ছিল। সেখানে, খালাসের বিরুদ্ধে আপীলে আপীল আদালতের ক্ষমতার পরিধি সম্পর্কে, এই আদালত নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

"৩৬. এই সমস্ত রায়ের যত্ন সহকারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে এই সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে আপীল আদালতের খালাসের রায় বাতিল করার ক্ষেত্রে খুবই ধীর হওয়া উচিত, বিশেষ করে এমন একটি

মামলায় যেখানে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভব। আপীল আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি আরও সম্ভাব্য বলে বিচারিক আদালতের রায় বাতিল করা যাবে না। রেকর্ডে থাকা সমস্ত প্রমাণ একত্রিত করে স্পষ্টভাবে এই সিদ্ধান্তে না পৌঁছালে যে বিচারিক আদালতের রায় বিকৃত বা আইনে সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য, আপীল আদালত বিচারিক আদালতের রায় বাতিল করতে পারবে না।

১১.১ উপরে বর্ণিত নীতিগুলি খুব বেশি বিতর্কের বিষয় নয়। অন্য কথায়, সাধারণত, আপীল আদালত খালাসের রায় উল্টে দেবে না, যদি বিচারিক আদালত কর্তৃক গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি মামলার সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গিগুলির মধ্যে একটি হয় এবং যদি না আপীল আদালত স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে বিচারিক আদালতের রায় বিকৃত, অর্থাৎ, রেকর্ডের প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয় বা যা স্বাভাবিক বা যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচিত হয় তার বিপরীত; অথবা আইনে সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য। এই ধরনের সাধারণ বিধিনিষেধ মূলত আপীল আদালতকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য যে অভিযুক্তকে নির্দোষ বলে অনুমান করা হয় যতক্ষণ না যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের ঊর্ধ্বে দোষী প্রমাণিত হয় এবং খালাসের রায় অভিযুক্তের পক্ষে এই অনুমানকে আরও শক্তিশালী করে। যাইহোক, এই ধরনের বিধিনিষেধ আপীল আদালতের সামনে থাকা নির্দিষ্ট বিষয় এবং এর তদন্তের প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে কল্পনা করা প্রয়োজন। এনআই আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে একই নিয়ম একই কঠোরতার সাথে প্রয়োগ করা যাবে না, বিশেষ করে যেখানে অনুমান তৈরি করা হয় যে ধারক কোনও ঋণ বা দায় সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিশোধের জন্য চেক পেয়েছে। অবশ্যই, অভিযুক্ত এই ধরনের অনুমান খণ্ডন করার জন্য এবং দেখানোর জন্য প্রাসঙ্গিক উপাদান রেকর্ডে আনার অধিকারী যে সম্ভাবনার প্রাধান্য তার প্রতিরক্ষার পক্ষে, তবে অভিযুক্ত অনুমান খণ্ডন করার জন্য একটি সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা এনেছে কিনা তা পরীক্ষা করার সময়, আপীল আদালত অবশ্যই রেকর্ডের প্রমাণ পরীক্ষা করার অধিকারী, যাতে দেখা যায় যে প্রাধান্য প্রকৃতপক্ষে অভিযুক্তের পক্ষে ঝুঁকেছে কিনা।

১২. হাইকোর্ট বিচারিক আদালতের রায় এবং আদেশ বাতিল করে এনআই আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য আপীলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে ন্যায্য ছিল কিনা তা নির্ধারণের জন্য, দুটি মৌলিক প্রশ্ন সমাধান করতে হবে, অভিযোগকারী-প্রতিবাদী নং ২ এনআই আইনের ১১৮ এবং ১৩৯ ধারার উপাদানগুলি প্রতিষ্ঠা করেছে কিনা, যাতে সেখানে পরিকল্পিত অনুমান তৈরি করা ন্যায্য হয়, এবং যদি তাই হয়, তবে অভিযুক্ত-আপীলকারী এই ধরনের অনুমান প্রতিস্থাপন করতে এবং একটি সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে কিনা, যার মাধ্যমে দায়িত্ব আবার অভিযোগকারীর উপর স্থানান্তরিত হবে?

১৩. আমরা ১১৮ এবং ১৩৯ ধারায় থাকা বিধানগুলি কার্যকরভাবে বিবেচনা করতে পারি, যা এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রমাণের বিশেষ নিয়ম, নিম্নরূপ:

"১১৮. পরিশোধযোগ্য দলিল সম্পর্কে অনুমান। - বিপরীত প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত, নিম্নলিখিত অনুমানগুলি করা হবে:-

(ক) বিবেচনার অনুমান—যে প্রতিটি পরিশোধযোগ্য দলিল বিবেচনার জন্য তৈরি বা অঙ্কিত হয়েছিল, এবং যখন এটি গৃহীত, পৃষ্ঠাঙ্কিত, আলোচনা বা স্থানান্তরিত হয়েছে, তখন প্রতিটি এই ধরনের দলিল বিবেচনার জন্য গৃহীত, পৃষ্ঠাঙ্কিত, আলোচনা বা স্থানান্তরিত হয়েছিল;

(খ) তারিখ সম্পর্কে—যে তারিখ বহনকারী প্রতিটি পরিশোধযোগ্য দলিল উক্ত তারিখে তৈরি বা অঙ্কিত হয়েছিল;

(গ) গ্রহণের সময় সম্পর্কে—যে প্রতিটি গৃহীত বিনিময় বিল তার তারিখের যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে এবং তার পরিপক্কতার আগে গৃহীত হয়েছিল;

(ঘ) স্থানান্তরের সময় সম্পর্কে—যে প্রতিটি পরিশোধযোগ্য দলিলের স্থানান্তর তার পরিপক্কতার আগে করা হয়েছিল;

(ঙ) পৃষ্ঠাঙ্কনের ক্রম সম্পর্কে—যে পৃষ্ঠাঙ্কনগুলি পরিশোধযোগ্য দলিলের উপর প্রদর্শিত হচ্ছে সেগুলি সেই ক্রমে তৈরি করা হয়েছিল যে ক্রমে সেগুলি সেখানে প্রদর্শিত হয়;

(চ) স্ট্যাম্প সম্পর্কে—যে একটি হারানো প্রমিসরি নোট, বিনিময় বিল বা চেক যথাযথভাবে স্ট্যাম্প করা হয়েছিল;

(ছ) ধারক যথোপযুক্ত ধারক—যে একটি পরিশোধযোগ্য দলিলের ধারক একজন যথোপযুক্ত ধারক;

পরিশোধযোগ্য দলিল আইনের ১৩৮ ধারার মূল এবং অভিযুক্ত অংশটি সহজ রেফারেন্সের জন্য নিচে তুলে ধরা হলো:

"১৩৮ অ্যাকাউন্টে অপর্যাপ্ত তহবিল ইত্যাদির জন্য চেকের অসম্মান। - যেখানে কোনো ব্যক্তি তার দ্বারা পরিচালিত একটি অ্যাকাউন্টের উপর অন্য ব্যক্তিকে কোনো পরিমাণ অর্থ পরিশোধের জন্য কোনো চেক অঙ্কন করে, যা সেই অ্যাকাউন্ট থেকে কোনো ঋণ বা অন্য দায় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিশোধ করার জন্য, ব্যাংক কর্তৃক অপরিশোধিত ফেরত দেওয়া হয়, হয় সেই অ্যাকাউন্টের জমা থাকা অর্থের পরিমাণ চেকটিকে সম্মান জানাতে অপর্যাপ্ত হওয়ার কারণে বা সেই ব্যাংকের সাথে করা চুক্তির মাধ্যমে সেই অ্যাকাউন্ট থেকে পরিশোধ করার জন্য সম্মত পরিমাণের চেয়ে বেশি হওয়ার কারণে, সেই ব্যক্তিকে একটি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে এবং এই আইনের অন্য কোনো বিধানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করে [দুই বছর পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে এমন একটি মেয়াদের জন্য] কারাদণ্ড বা চেকের পরিমাণের দ্বিগুণ পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে:

"তবে শর্ত থাকে যে, যদি দলিলটি তার আইনসঙ্গত মালিকের কাছ থেকে, বা আইনসঙ্গত হেফাজতে থাকা কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে, অপরাধ বা প্রতারণার মাধ্যমে পাওয়া যায়, অথবা প্রস্তুতকারক বা গ্রহণকারীর কাছ থেকে অপরাধ বা প্রতারণার মাধ্যমে, বা অবৈধ বিবেচনার জন্য পাওয়া যায়, তবে ধারক যথোপযুক্ত ধারক প্রমাণ করার দায়িত্ব তার উপর বর্তায়।"

"১৩৯. ধারকের অনুকূলে অনুমান - বিপরীত প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অনুমান করা হবে যে ধারক ১৩৮ ধারায় উল্লিখিত প্রকৃতির একটি চেক পেয়েছে, কোনো ঋণ বা অন্য দায় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিশোধের জন্য।"

১৪. এনআই আইনের ১১৮ এবং ১৩৯ ধারার অধীনে অনুমান তৈরি করার জন্য মৌলিক উপাদানগুলির অস্তিত্বের প্রশ্নটি যতদূর পর্যন্ত, এটা স্পষ্ট যে অভিযুক্ত-আপীলকারী প্রশ্নে থাকা চেকগুলিতে তার স্বাক্ষর অস্বীকার করতে পারেনি, যা অভিযোগকারীর অনুকূলে অভিযুক্ত কর্তৃক পরিচালিত একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রতিটি ৩ লক্ষ টাকার জন্য অঙ্কিত হয়েছিল। উক্ত চেকগুলি তাদের বৈধতার সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে উপস্থাপন করা হয়েছিল এবং হয় ব্যালেন্স অপর্যাপ্ত হওয়ার কারণে বা অ্যাকাউন্ট বন্ধ থাকার কারণে অপরিশোধিত ফেরত দেওয়া হয়েছিল। ১৩৮ ধারার সমস্ত মৌলিক উপাদান এবং ১১৮ ও ১৩৯ ধারার উপাদানগুলি রেকর্ডের মুখে স্পষ্ট। বিচারিক আদালতও সচেতনভাবে এই বিষয়গুলি বিবেচনায় নিয়েছিল এবং প্রয়োজনীয় অনুমান তৈরি করেছিল। অতএব, অনুমান করা প্রয়োজন যে প্রশ্নে থাকা চেকগুলি বিবেচনার জন্য অঙ্কিত হয়েছিল এবং চেকের ধারক অর্থাৎ অভিযোগকারী বিদ্যমান ঋণ পরিশোধের জন্য সেগুলি পেয়েছিলেন। তাই, এই ধরনের অনুমান খণ্ডন করার জন্য একটি সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব অভিযুক্ত-আপীলকারীর উপর বর্তায়।

১৫. রঙ্গাপ্পা বনাম শ্রী মোহন: (২০১০) ১১ এসসিসি ৪৪১-এ, এই আদালত এনআই আইনের ১১৮ এবং ১৩৯ ধারার অধীনে অনুমান এবং তার খণ্ডন সম্পর্কিত নীতিগুলি নিম্নলিখিতভাবে পুনরাবৃত্তি এবং সংক্ষিপ্ত করেছে:

"২৬. এই উদ্ধৃতাংশের আলোকে, আমরা বিবাদী দাবিদারের সাথে একমত যে আইনের ১৩৯ ধারা অনুসারে বাধ্যতামূলক অনুমানে আইনত বলবৎযোগ্য ঋণ বা দায়বদ্ধতার অস্তিত্ব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সেই পরিমাণে, কৃষ্ণ জনার্দন ভাটের বিতর্কিত পর্যবেক্ষণগুলি সঠিক নাও হতে পারে। তবে, এটি কোনওভাবেই সেই মামলার সিদ্ধান্তের সঠিকতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে না কারণ এটি নির্দিষ্ট তথ্য এবং পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে। উদ্ধৃতিতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে,

এটি অবশ্যই একটি খণ্ডনমূলক অনুমানের প্রকৃতির এবং অভিযুক্তের পক্ষে এমন একটি প্রতিরক্ষা উত্থাপন করা উন্মুক্ত যেখানে আইনত বলবৎযোগ্য ঋণ বা দায়বদ্ধতার অস্তিত্বের বিরোধিতা করা যেতে পারে। তবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই যে প্রাথমিক অনুমান অভিযোগকারীর পক্ষে রয়েছে।

২৭. আইনের ১৩৯ ধারা একটি বিপরীত দায়িত্ব ধারার উদাহরণ, যা পরিশোধযোগ্য দলিলের বিশ্বাসযোগ্যতা উন্নত করার আইনী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেখানে আইনের ১৩৮ ধারা চেক অসম্মানের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী ফৌজদারি প্রতিকার নির্দিষ্ট করে, সেখানে ১৩৯ ধারার অধীনে খণ্ডনযোগ্য অনুমানটি মামলার গতিপথে অযথা বিলম্ব রোধ করার একটি উপায়। তবে, এটি মনে রাখতে হবে যে ১৩৮ ধারার দ্বারা শাস্তিযোগ্য অপরাধটিকে একটি নিয়ন্ত্রক অপরাধ হিসাবে আরও ভালভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে, কারণ একটি চেকের বাউন্স মূলত একটি দেওয়ানী ভুলের প্রকৃতির, যার প্রভাব সাধারণত বাণিজ্যিক লেনদেনে জড়িত ব্যক্তিগত পক্ষগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আনুপাতিকতার পরীক্ষা বিপরীত দায়িত্ব ধারার গঠন এবং ব্যাখ্যাকে নির্দেশিত করা উচিত এবং আসামী-অভিযুক্তের কাছ থেকে অযথা উচ্চ মানের প্রমাণ প্রত্যাশা করা যায় না।

২৮. বাধ্যতামূলক ন্যায্যতা না থাকলে, বিপরীত দায়িত্ব ধারাগুলি সাধারণত একটি প্রমাণমূলক দায়িত্ব আরোপ করে, একটি প্ররোচনামূলক দায়িত্ব নয়। এটি মনে রেখে, এটি একটি স্থির অবস্থান যে যখন একজন অভিযুক্তকে ১৩৯ ধারার অধীনে অনুমান খণ্ডন করতে হয়, তখন তা করার জন্য প্রমাণের মান হল "সম্ভাবনার প্রাধান্য"। অতএব, যদি অভিযুক্ত একটি সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা উত্থাপন করতে সক্ষম হয় যা একটি আইনগতভাবে প্রয়োগযোগ্য ঋণ বা দায়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ তৈরি করে, তবে প্রসিকিউশন ব্যর্থ হতে পারে। উদ্ধৃতিগুলিতে স্পষ্ট করা হয়েছে, অভিযুক্ত এই ধরনের প্রতিরক্ষা উত্থাপন করার জন্য অভিযোগকারীর দ্বারা জমা দেওয়া উপকরণের উপর নির্ভর করতে পারে এবং এটি কল্পনা করা যায় যে কিছু ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে তার নিজের প্রমাণ পেশ করার প্রয়োজন নাও হতে পারে।

১৬, সম্ভাব্যতার প্রাধান্য সম্পর্কিত দিকগুলির ক্ষেত্রে, অভিযুক্তকে এমন তথ্য এবং পরিস্থিতি রেকর্ডে আনতে হবে যা

আদালতকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত করতে পারে যে বিবেচনাটি বিদ্যমান ছিল না অথবা এর অস্তিত্ব এতটাই সম্ভাব্য ছিল যে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি মামলার পরিস্থিতিতে, এই দাবির ভিত্তিতে কাজ করবেন যে বিবেচনাটি বিদ্যমান ছিল না। এই আদালত বারবার জোর দিয়ে বলেছে যে যদিও অভিযুক্ত তার দায়মুক্তির জন্য পর্যাপ্ত নেতিবাচক প্রমাণ রেকর্ডে আনতে পারে না, তবুও কেবল অস্বীকার করলে এনআই আইনের ধারা ১১৮ এবং ১৩৯ এর অধীনে খণ্ডনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ হবে না। এই আদালত কুমার এক্সপোর্টস (উপরোক্ত) এর ক্ষেত্রে নীতিগুলি নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেঃ

২০. আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে বিচারে অভিযুক্তের দুটি বিকল্প আছে। তিনি হয় দেখাতে পারেন যে বিবেচনা এবং ঋণের অস্তিত্ব ছিল না অথবা মামলার বিশেষ পরিস্থিতিতে বিবেচনা এবং ঋণের অস্তিত্ব না থাকা এতটাই সম্ভাব্য যে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির ধারণা করা উচিত যে কোনও বিবেচনা এবং ঋণের অস্তিত্ব ছিল না। আইনি অনুমান খণ্ডন করার জন্য একজন অভিযুক্তের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা হয় না যে তিনি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের ঊর্ধ্বে তার প্রতিরক্ষা প্রমাণ করবেন যেমনটি একটি ফৌজদারি বিচারে অভিযোগকারীর কাছ থেকে প্রত্যাশা করা হয়। অভিযুক্ত প্রশ্নে থাকা নোটটি বিবেচনার দ্বারা সমর্থিত ছিল না এবং তার দ্বারা পরিশোধ করার জন্য কোনও ঋণ বা দায় ছিল না তা প্রমাণ করার জন্য সরাসরি প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেন। যাইহোক, আদালতের প্রতিটি ক্ষেত্রে জোর দেওয়ার প্রয়োজন নেই যে অভিযুক্তকে সরাসরি প্রমাণের মাধ্যমে বিবেচনা এবং ঋণের অস্তিত্ব না থাকা প্রমাণ করতে হবে কারণ নেতিবাচক প্রমাণের অস্তিত্ব সম্ভব নয় বা কল্পনাও করা হয় না। একই সাথে, এটা স্পষ্ট যে বিবেচনার অনুমোদন এবং ঋণের অস্তিত্বের সরাসরি অস্বীকার, স্পষ্টতই অভিযুক্তের উদ্দেশ্য পূরণ করবে না। প্রমাণের দায়িত্ব অভিযোগকারীর উপর স্থানান্তরিত করার জন্য সম্ভাব্য কিছু রেকর্ডে আনতে হবে। অনুমান খণ্ডন করার জন্য, অভিযুক্তকে এমন তথ্য এবং পরিস্থিতি রেকর্ডে আনতে হবে, যা বিবেচনা করে আদালত হয় বিশ্বাস করতে পারে যে বিবেচনা এবং ঋণের অস্তিত্ব ছিল না অথবা তাদের অস্তিত্ব না থাকা এতটাই সম্ভাব্য ছিল যে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি মামলার পরিস্থিতিতে, এই যুক্তিতে কাজ করবে যে তাদের অস্তিত্ব ছিল না। প্রশ্নে থাকা নোটটি বিবেচনার দ্বারা সমর্থিত ছিল না বা তার কোনও ঋণ বা দায় ছিল না তা

প্রমাণ করার জন্য সরাসরি প্রমাণ উপস্থাপন করার পাশাপাশি, অভিযুক্ত পরিস্থিতিগত প্রমাণের উপরও নির্ভর করতে পারেন এবং যদি এই ধরনের পরিস্থিতি বাধ্যতামূলক হয়, তাহলে দায়িত্ব একইভাবে অভিযোগকারীর উপর আবার স্থানান্তরিত হতে পারে। ১১৮ এবং ১৩৯ ধারার অধীনে উদ্ভূত অনুমান খণ্ডন করার জন্য অভিযুক্ত প্রকৃতপক্ষে অনুমানের উপরও নির্ভর করতে পারেন, উদাহরণস্বরূপ, প্রমাণ আইনের ১১৪ ধারায় উল্লিখিত।

২১. অভিযুক্তের আরও একটি বিকল্প রয়েছে প্রমাণ দিয়ে বা কিছু স্পষ্ট এবং ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে, অভিযোগকারীর দ্বারা উপস্থাপিত মামলা থেকে, অর্থাৎ অভিযোগের বক্তব্য, আইনি নোটিশে উপস্থাপিত মামলা এবং বিচারের সময় অভিযোগকারীর দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণ থেকে বিবেচনা এবং ঋণ বা দায়ের অস্তিত্ব না থাকা প্রমাণ করা। একবার এই ধরনের খণ্ডন প্রমাণ উপস্থাপিত হলে এবং আদালতের দ্বারা গৃহীত হলে, মামলার সমস্ত পরিস্থিতি এবং সম্ভাবনার প্রাধান্য বিবেচনা করে, প্রমাণমূলক দায়িত্ব অভিযোগকারীর কাছে ফিরে যায় এবং তাই, আইনের ১১৮ এবং ১৩৯ ধারার অধীনে অনুমানগুলি আর অভিযোগকারীর উদ্ধারে আসবে না।"

১৭. বর্তমান মামলায়, এনআই আইনের ১৩৯ ধারার অধীনে অনুমান তৈরি করার ভান করার পরেও, বিচারিক আদালত অভিযোগকারীর পক্ষ থেকে অভিযুক্তকে ঋণ দেওয়ার জন্য তহবিলের উৎস এবং অভিযুক্তকে ঋণ দেওয়ার জন্য তাকে অর্থ প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট সাক্ষীদের পরীক্ষা না করার অভাব নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করে। বিচারিক আদালতের এই দৃষ্টিভঙ্গি আইনের অনুমানের নীতির সাথে ভিন্ন ছিল। এই ধরনের অনুমানের পরে, দায়িত্ব অভিযুক্তের উপর স্থানান্তরিত হয় এবং যতক্ষণ না অভিযুক্ত রেকর্ডে এমন তথ্য এবং পরিস্থিতি এনে দায়িত্ব পালন করে যা তার পক্ষে সম্ভাবনার প্রাধান্য দেখায়, ততক্ষণ অভিযুক্ত-আপীলকারীকে ঋণ দেওয়ার জন্য তহবিলের উৎস সম্পর্কে প্রমাণের অভাবে অভিযোগকারীর মামলায় কোনও সন্দেহ উত্থাপন করা যেত না। বিবেচনার জন্য প্রাসঙ্গিক দিকটি ছিল যে অভিযুক্ত-আপীলকারী রেকর্ডে এমন তথ্য/উপাদান/পরিস্থিতি এনেছে কিনা যা যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা হতে পারে।

১৮. তার দায়মুক্তির জন্য, অভিযুক্ত আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রস্তাব পেশ করেন যে, প্রকৃতপক্ষে, অভিযোগকারীর সাথে নয়, শ্রী জগদীশভাইয়ের সাথে তার আর্থিক লেনদেন হয়েছিল। অভিযুক্ত-আপীলকারীর এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, বিবেচনার জন্য প্রশ্ন হল যে

অভিযুক্ত-আপীলকারী কি শ্রী জগদীশভাইয়ের সাথে কোনও লেনদেনের অস্তিত্বের যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনা দেখিয়েছেন? এই ক্ষেত্রে, এটি লক্ষণীয় যে, জেরায় কিছু পরামর্শ দেওয়া ছাড়াও, অভিযুক্ত-আপীলকারী কোনও প্রামাণ্য প্রমাণ পেশ করেননি যা প্রাথমিকভাবে সন্তুষ্ট করে যে শ্রী জগদীশভাইয়ের সাথে তার কোনও আর্থিক লেনদেন হয়েছিল। অবশ্যই, আপীলকারীর অভিযোগগুলির মধ্যে একটি হল যে উক্ত স্ট্যাম্প পেপারটি শ্রী জগদীশভাইকে দেওয়া হয়েছিল এবং আরেকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করা হয়েছে যে শ্রী জগদীশভাই প্রশ্নবিদ্ধ স্ট্যাম্প পেপারে স্বাক্ষর করেছিলেন, অভিযোগকারীর নয়।

১৮.১ আমরা শ্রী জগদীশভাইয়ের বিবৃতি এবং স্ট্যাম্প পেপারে লেখা উক্ত লেখা পরীক্ষা করেছি এবং অভিযুক্ত-আপীলকারীর পক্ষে করা পরামর্শগুলিতে কোনো সারবত্তা খুঁজে পাইনি।

১৮.২ উক্ত সাক্ষী শ্রী জগদীশভাই, আপীলকারী এবং প্রতিবাদীর সাথে তার পরিচিতি এবং বন্ধুত্বের কথা উল্লেখ করে, তার প্রধান পরীক্ষায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিতভাবে জোর দিয়েছিলেন:

"অভিযুক্ত যখন আমাদের দোকানে আসে, যেখানে অভিযোগকারী শশীমোহনও উপস্থিত থাকে, তখন অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত উভয়ই আমাদের বন্ধু হওয়ায় তাদের একে অপরের সাথে পরিচিত করা হয়েছিল। অভিযুক্তের ব্যবসায় অর্থের প্রয়োজন ছিল, আমার উপস্থিতিতে, অস্থায়ী ভিত্তিতে ২২,৫০,০০০/- টাকা (বাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) দাবি করেছিল। এবং এর পরে, অভিযোগকারী তার পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে কিস্তিতে নিয়ে আমার উপস্থিতিতে অভিযুক্তকে দিয়েছিল। এর পরে, অভিযোগকারী টাকা দাবি করলে, অভিযুক্ত আমাদের উপস্থিতিতে অভিযোগকারীকে সাত (৭) টি চেক দিয়েছিল কিন্তু এই চেকগুলি বৃষ্টির জলে ধুয়ে গিয়েছিল এবং অভিযোগকারীর আমাকে জানানোর পরে আমি অভিযুক্তকে জানিয়েছিলাম। এর পরে, রোহিতভাই আমার উপস্থিতিতে অভিযোগকারীকে আরও সাত (৭) টি চেক দিয়েছিল এবং ১০০/- টাকার স্ট্যাম্প পেপারে দলিলটি সম্পাদিত হয়েছিল, যাতে আমার স্বাক্ষর রয়েছে।"

১৮.৩ স্ট্যাম্প পেপারে লেখার বিবরণ এবং লেনদেনের তারিখ ও সময় সম্পর্কে বিভিন্ন দিক থেকে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়েছিল। জেরা করার সময় প্রতিরক্ষার বিষয়ে, সাক্ষী নিম্নলিখিতভাবে বলেছিলেনঃ

"ন্যাশনাল প্লাজায় আমার দোকান আছে কিন্তু বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতার কোনও ঘটনা ঘটেনি। আজ আমার এবং অভিযুক্তের মধ্যে কোনও আর্থিক লেনদেন হয়নি, এটা সত্য নয়।"

এটা সত্য নয় যে আমি অভিযুক্ত রোহিতভাইকে অস্থায়ী ভিত্তিতে দশ লক্ষ টাকা দিয়েছিলাম। এটা সত্য নয় যে অভিযুক্তকে দেওয়া অর্থের জন্য, আমি সাতটি ফাঁকা চেক এবং স্বাক্ষরবিহীন ফাঁকা স্ট্যাম্প পেপারও নিয়েছিলাম। এটা সত্য নয় যে সুদ পরিশোধের বিষয়ে আমার এবং অভিযুক্তের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল। এটা সত্য নয় যে দশ লক্ষ টাকা এবং সুদের বিশাল পরিমাণ পরিশোধের পরেও সুদের ঝগড়া হয়েছিল। এটা সত্য নয় যে অভিযুক্তের সাথে ঝগড়ার কারণে, আমার কাছে থাকা অভিযুক্তের চেকগুলিতে ইচ্ছাকৃত লেখা লিখে শশীমোহন গোয়েঙ্কার মাধ্যমে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এটা সত্য নয় যে অভিযোগকারী এবং অভিযুক্তের মধ্যে কোনো আর্থিক লেনদেন হয়নি। তাই আমি এবং অভিযোগকারী উভয়ই সাক্ষ্য দেওয়ার সময় অভিযুক্ত কোন জায়গায়, কোন তারিখে, কোন সময়ে, কত টাকা নিয়েছিল তা স্পষ্টভাবে বলতে সক্ষম হয়নি। (এসআইসি) এটা সত্য নয় যে স্বাক্ষরিত ফাঁকা স্ট্যাম্প পেপার ছিল যাতে ইচ্ছাকৃত লেখা লেখা হয়েছে তাই এটি সাব-রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে নিবন্ধিত হয়নি। এটা সত্য নয় যে আমার এবং অভিযুক্তের মধ্যে লেনদেন হয়েছে তাই আমার এবং অভিযুক্তের স্বাক্ষর রয়েছে এবং অভিযোগকারী স্বাক্ষর করেনি। এটা সত্য নয় যে আমার উপস্থিতিতে অভিযুক্ত এবং অভিযোগকারীর মধ্যে কোনো ধরনের লেনদেন হয়নি তাই আমার বিবৃতিতে কোনো স্পষ্টীকরণ দেওয়া হয়নি। এটা সত্য নয় যে অভিযোগপত্রে উল্লিখিত হিসাবে আমার উপস্থিতিতে অভিযুক্ত কোনো চেক দেয়নি। এটা সত্য নয় যে আমি অভিযোগকারীর সাথে যোগসাজশ করে মিথ্যা পরিমাণ আত্মসাৎ করার জন্য শশীমোহন গোয়েঙ্কার মাধ্যমে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেছি। এটা সত্য নয় যে শশীমোহন গোয়েঙ্কার অভিযোগের সমর্থনে মিথ্যা বিবৃতি দিচ্ছি।"

১৮.৪ শ্রী জগদীশভাইয়ের বিবৃতি অভিযুক্ত-আপীলকারীর পক্ষে কোনো মামলা তৈরি করে না। শুধুমাত্র শ্রী জগদীশভাইকে কথিত লেনদেন সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে অভিযুক্ত-আপীলকারী এমন উপাদান রেকর্ডে আনার তার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়েছে বলা কঠিন যা তার পক্ষে সম্ভাবনার প্রাধান্যকে পরিবর্তন করতে পারে।

১৮.৫ আপীলকারী কর্তৃক ২০০৭ সালের ২১শে মার্চ সম্পাদিত স্ট্যাম্প পেপারের স্বীকৃতি এই ৭টি মামলায় বিভিন্ন প্রদর্শনী সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০০৮ সালের ৪৬৪৯৯ নম্বর অভিযোগ মামলায়, এটি প্রদর্শনী ৫৪ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং নিম্নরূপ লেখা আছে:

"আজ আমি রোহিত প্যাটেল রণছোড়রায় মশালা একজন অংশীদার। আর্থিক অসুবিধা দেখা দেওয়ায়, আমি আমার গোষ্ঠী থেকে ২২,৫০,০০০/- টাকা (বাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র ভুল বানান) নিয়েছি, যা শশীমোহন গোয়েঙ্কাকে পরিশোধ করতে হবে।

সেই সূত্রে আজ আমি কর্পোরেশন ব্যাংক, আলকাপুরী শাখার ৭৬৩৩৪৬ থেকে ৭৬২২৫২ নম্বর পর্যন্ত সাত (৭) টি চেক দিয়েছি, যার পরিমাণ ২২,৫০,০০০/- টাকা (বাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)। তারিখ: (১) ০১/০৪/০৮, (২) ০১/০৫/০৮ (৩) ০১/০৭/০৮, (৪) ০১/০৮/০৮ (৫) ০১/১০/০৮ (৬) ০১/১১/০৮ (৭) ০১/১২/০৮, যার অ্যাকাউন্ট নম্বর ৪০০০০৭।

পূর্বে এই চেকগুলি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু বৃষ্টির জল জমার কারণে উক্ত (৭) টি চেক ধুয়ে যাওয়ায় আবার দেওয়া হয়েছে, যা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য।"

১৮.৬ আসল বিষয় হল, আপীলকারী উক্ত লেখার উপর তার স্বাক্ষর অস্বীকার করতে পারেনি, কিন্তু পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করেছে যে তার স্বাক্ষরগুলি শ্রী জগদীশভাইয়ের কাছে ফাঁকা স্ট্যাম্প পেপারে ছিল। এই পরামর্শটি গ্রহণ করার জন্য খুব দূরবর্তী এবং অনিশ্চিত। আপীলকারীর ফাঁকা স্ট্যাম্প পেপারে স্বাক্ষর করার জন্য কোনো জোরালো কারণ পাওয়া যায় না। এটিও অনস্বীকার্য যে চেক নম্বর, ব্যাংকের নাম এবং অ্যাকাউন্ট নম্বরের মতো সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিবরণ সহ সেখানে উল্লিখিত চেকগুলি এই অভিযোগ মামলাগুলির বিষয়বস্তু একই চেক। উক্ত নথিতে ২০০৭ সালের ২১শে মার্চ তারিখ রয়েছে এবং চেকগুলি ২০০৮ সালের ১লা এপ্রিল থেকে শুরু করে ২০০৮ সালের ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত পোস্ট-ডেটেড ছিল। এই লেখাটি বিবেচনা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য একেবারে কোনো কারণ দেখা যায় না।

১৮.৭ আপীলকারীর পক্ষে তুলে ধরা কারণগুলির মধ্যে একটি হল, উক্ত লেখায় অভিযোগকারীর স্বাক্ষর নেই, বরং শ্রী জগদীশভাইয়ের স্বাক্ষর রয়েছে। আমরা যদি উক্ত লেখায় অভিযোগকারীর স্বাক্ষর না থাকে তবে অস্বাভাবিক বা আপত্তিকর কিছু খুঁজে পাই না। উক্ত লেখাটি পক্ষগুলির দ্বারা স্বাক্ষরিত কোনো দ্বিপাক্ষিক চুক্তির প্রকৃতির নয়।

এটি অভিযুক্ত-আপিলকারীর ঋণের অস্তিত্ব সম্পর্কে স্বীকারোক্তির প্রকৃতির একটি লেখা ছিল; অভিযোগকারীকে ঋণ পরিশোধ করার তার দায়বদ্ধতা সম্পর্কে; সাতটি পোস্ট-ডেটেড চেক ইস্যু করার বিষয়ে; এই ধরনের চেকের বিবরণ সম্পর্কে; এবং পূর্বে প্রদত্ত চেকগুলি বৃষ্টির জলে ভেসে যাওয়ার বিষয়ে। স্পষ্টতই, এই লেখাটি, স্পষ্টতই মূল্যবান হওয়ার জন্য, অভিযুক্তের স্বাক্ষর সহকারে লেখা ছিল, যা এটি করে। এই ধরণের নথির সত্যতা যোগ করার জন্য একজন সাক্ষী থাকা অস্বাভাবিক নয়; এবং, পক্ষগুলির প্রদত্ত অবস্থান এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে, শ্রী জগদীশভাই এই উদ্দেশ্যে সেরা সাক্ষী হতেন। অতএব, এই নথিতে তার স্বাক্ষরগুলি এর সাক্ষী হিসাবে দেখা যায়। এই নথিটি বিবেচনা করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না এবং এই লেখাটি বিদ্যমান থাকার কারণে, অভিযুক্ত-আপিলকারীর বিরুদ্ধে সম্ভাব্যতার প্রাধান্য প্রবল।

১৯. উপরন্তু, আমরা বিচার আদালত এবং হাইকোর্টের ফলাফলগুলি বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করেছি এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে কোনও দ্বিধা নেই যে বর্তমান মামলাটি স্পষ্টতই একটি মামলা ছিল যেখানে বিচার আদালতের সিদ্ধান্তটি বিকৃতি এবং পদ্ধতির মৌলিক ত্রুটির শিকার হয়েছিল; এবং উচ্চ আদালত বিচার আদালতের রায়কে বিপরীত করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল। ট্রায়াল কোর্টের পর্যবেক্ষণ যে ঋণ অগ্রিম দেওয়ার জন্য উত্তরদাতার কাছে তহবিলের উৎস দেখানোর জন্য কোনও ডকুমেন্টারি প্রমাণ নেই, বা যে উত্তরদাতা এমনকি কাঁচা নোট প্রাপ্তির আকারে লেনদেনটি রেকর্ড করেননি, বা অভিযোগকারী এবং তার সাক্ষীর বিবৃতিতে অসঙ্গতি রয়েছে, বা অভিযোগের সাক্ষী তথ্য সম্পর্কে আরও বেশি জানেন ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক হত যদি বিষয়টি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে তার মামলা প্রমাণ করার জন্য অভিযোগের উপর দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গে পরীক্ষা করা হত। 'এই বিবেচনা ও পর্যবেক্ষণগুলি এনআই আইনের ১১৮ ও ১৩৯ ধারার ভিত্তিতে অভিযোগকারীর পক্ষে বিদ্যমান অনুমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। পুনর্ব্যক্ত করার প্রয়োজন নেই যে এই ধরনের অনুমানের ফলাফল হল যে আইনত প্রয়োগযোগ্য ঋণের অস্তিত্ব অভিযোগকারীর পক্ষে অনুমান করতে হবে। যখন এই ধরনের অনুমান করা হয়, তখন রসিদ বা অ্যাকাউন্টের আকারে ডকুমেন্টারি প্রমাণের অভাব বা উৎস সম্পর্কিত প্রমাণের অভাব সম্পর্কিত কারণগুলি, অভিযুক্ত অনুমানকে অস্বীকার করতে সক্ষম হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করার সময় প্রাসঙ্গিক বিবেচনার বিষয় ছিল না। অভিযোগকারী এবং সাক্ষীর বিবৃতির মধ্যে কোনও বৈপরীত্য সম্পর্কে অন্যান্য পর্যবেক্ষণ; অথবা তারিখ এবং চেকের অন্যান্য বিবরণ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব; অথবা

পূর্ববর্তী চেকগুলি বৃষ্টির জলে ধুয়ে যাওয়ার বিষয়টি, যদিও অভিযোগকারীর অফিস ৮ম তলায় ছিল, তাও আপীলকারীর সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা বিবেচনার জন্য অপ্রাসঙ্গিক বিষয় ছিল। একইভাবে, অভিযোগকারী ২২,৫০,০০০/- টাকা ঋণের পরিমাণ দাবি করেছেন এবং সাতটি চেক ৩,০০,০০০/- টাকা করে হওয়ায় ১,৫০,০০০/- টাকার ঘাটতি রয়েছে, এই বিষয়টি মামলায় জড়িত প্রকৃত প্রশ্নগুলি নির্ধারণের জন্য বিবেচনার যোগ্য নয়। হতে পারে, যদি চেকের মোট পরিমাণ ঋণের অভিযোগ করা পরিমাণকে অতিক্রম করে, তাহলে সামান্য সন্দেহ দেখা দিতে পারে, তবে বর্তমান মামলায়, ৭টি চেকের মোট পরিমাণ ঋণের পরিমাণের চেয়ে কম। উল্লেখযোগ্যভাবে, ঋণের নির্দিষ্ট পরিমাণ (২২,৫০,০০০/- টাকা) স্পষ্টভাবে অভিযুক্ত-আপীলকারী কর্তৃক পূর্বে উল্লিখিত ২০শে মার্চ, ২০১৭ তারিখের স্বীকৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছিল।

অবশ্যই, এখানে প্রদত্ত আইনি পাঠটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হলো:

২০. বিচারিক আদালতের আদেশটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে বিচারিক আদালত শুধুমাত্র 'সন্দেহ তৈরির' ভিত্তিতে খালাসের আদেশ দিয়েছে। আমাদের সুচিন্তিত মতামত হল যে বিচারিক আদালত একটি ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে অগ্রসর হয়েছে বলে মনে হয় যে শুধুমাত্র অস্বীকার বা শুধুমাত্র সন্দেহ তৈরির মাধ্যমে, আপীলকারী এনআই আইনের ১৩৯ ধারার অধীনে পরিকল্পিত অনুমান সফলভাবে খণ্ডন করেছে। এনআই আইনের কাঠামোতে, শুধুমাত্র সন্দেহ তৈরি করা যথেষ্ট নয়।

২১. পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আলোচনার ফলাফল হল যে বিচারিক আদালত যে প্রধান বিবেচনার ভিত্তিতে অগ্রসর হতে বেছে নিয়েছে তা স্পষ্টভাবে তার পদ্ধতির মৌলিক ত্রুটি দেখায় যেখানে, অনুমান তৈরি করার পরেও, এটি এমনভাবে অগ্রসর হয়েছে যেন অভিযোগকারীকে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের ঊর্ধ্বে তার মামলা প্রমাণ করতে হবে। বিচারিক আদালতের অংশে এই ধরনের মৌলিক ত্রুটি থাকায়, খালাসের রায় বাতিল করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টকে অবৈধভাবে কাজ করেছে বা তার এখতিয়ার অতিক্রম করেছে বলা যায় না। উপরে উল্লিখিত হিসাবে, বর্তমান মামলায়, হাইকোর্ট বিচারিক আদালতের মতামতগুলি সচেতনভাবে এবং যত্ন সহকারে বিবেচনা করেছে এবং সামগ্রিকভাবে রেকর্ডের প্রমাণ পরীক্ষা করে দেখেছে যে বিচারিক আদালতের অনুসন্ধানগুলি বিকৃতির দ্বারা দূষিত। তাই, হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ অনিবার্য ছিল; বরং মামলার ন্যায্য এবং সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য এটি করা দরকার ছিল।

২২. উপরে যা আলোচনা করা হয়েছে তার জন্য, এনআই আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য অভিযুক্ত-আপীলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করে হাইকোর্টের অনুসন্ধানগুলি নিশ্চিত করা উচিত এবং তা করা হল।

২৩. উপরোক্ত অপরাধের শাস্তির প্রশ্নে, যেমনটি লক্ষ্য করা গেছে, হাইকোর্ট এক বছরের জন্য সাধারণ কারাদণ্ড এবং চেকের দ্বিগুণ পরিমাণ জরিমানা (অর্থাৎ, ৬ লক্ষ টাকা) প্রদান করেছেন এবং

প্রতিটি মামলায় আরও এক বছরের জন্য কারাদণ্ডের বিধান রেখেছেন; এবং জরিমানা হিসেবে প্রদেয় পরিমাণ থেকে, অভিযোগকারী-প্রতিবাদী নং ২ কে প্রতিটি মামলায় ৫.৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই মামলার সামগ্রিক পরিস্থিতি এবং অপরাধের প্রকৃতি যা নিয়ন্ত্রক প্রকৃতির, তা বিবেচনা করে আমরা দেখতে পাই যে আর্থিক শর্তাবলীর ক্ষেত্রে শাস্তির কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই তবে তারপরে, কারাদণ্ডের সাজা পরিবর্তন করা উচিত।

২৩.১ এই মামলার বিশেষ এবং স্বতন্ত্র পরিস্থিতিতে, যেখানে আপীলকারী কর্তৃক প্রতিবাদী নং ২ এর অনুকূলে ৩ লক্ষ টাকা করে ৭টি চেক ইস্যু সম্পর্কিত বিষয়গুলি একসাথে বিবেচনা করা হচ্ছে; এবং আপীলকারীকে প্রতিটি মামলায় চেকের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থাৎ মোট ৪২,০০,০০০/- টাকা জরিমানা করা হচ্ছে, আমাদের মতে, আপীলকারীর জরিমানা পরিশোধ করে নিজেকে সংশোধন করার জন্য আরও একটি সুযোগ পাওয়া উচিত, অবশ্যই, এই শর্তে যে জরিমানার পরিমাণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, তাকে এক বছরের জন্য সাধারণ কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

২৪. অতএব, এই আপীলটি নিম্নলিখিত শর্তে আংশিকভাবে মঞ্জুর করা হলো: আহমেদাবাদের গুজরাট হাইকোর্টের আর/অপরাধমূলক আপীল নং ১১৮৭/২০১৭ এর সাথে যুক্ত আর/অপরাধমূলক আপীল নং ১১৯১/২০১৭ থেকে ১১৯৬/২০১৭-এ ২০১৮ সালের ৮ই জানুয়ারীর সাধারণ রায় এবং আদেশ, অভিযুক্ত-আপীলকারীর ১৮৮১ সালের পরিশোধযোগ্য দলিল আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়ে বহাল রাখা হলো, যেখানে অভিযোগকারী-প্রতিবাদী নং ২ এর অনুকূলে তার দ্বারা অঙ্কিত ৩ লক্ষ টাকা করে ৭টি চেক অসম্মানিত হয়েছে; তবে, সাজাটি এই পদ্ধতিতে সংশোধন করা হলো যে এই ৭টি মামলার প্রতিটিতে, অভিযুক্ত-আপীলকারী আজকের তারিখ থেকে ২ মাসের মধ্যে প্রতিটি চেকের দ্বিগুণ পরিমাণ (অর্থাৎ প্রতিটি মামলায় ৬ লক্ষ টাকা) জরিমানা পরিশোধ করবে, এই শর্তে যে জরিমানা পরিশোধে ব্যর্থ হলে, অভিযুক্ত-আপীলকারী এক বছরের জন্য সাধারণ কারাদণ্ড ভোগ করবে। জরিমানার পরিমাণ আদায় হলে, অভিযোগকারী-প্রতিবাদী নং ২ প্রতিটি মামলায় ৫.৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবে। জরিমানা পরিশোধে ব্যর্থতার কারণে কারাদণ্ড হলে, ৭টি মামলার সমস্ত কারাদণ্ড একই সাথে চলবে।

২৫. বিচারিক আদালত অবিলম্বে এই রায় কার্যকর করার জন্য পদক্ষেপ নেবে।

দিব্যা পান্ডে আপীল আংশিকভাবে মঞ্জুর করা হলো।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

Shyamal Gupta